

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২

(১৯৯২ সনের ৩৮ নং আইন)

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিধানকরণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সকল পর্যায়ের শিক্ষায় জনগণের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত ও স্থায়িত করিবার উদ্দেশ্যে একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

১। এই আইন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ নামে অভিহিত হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “আঞ্চলিক কেন্দ্র” অর্থ বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলী সমন্বয়করণ, তদারককরণ এবং স্টাডি সেন্টার ও সহযোগী সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কোন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত কোন আঞ্চলিক কেন্দ্র;

(খ) “একাডেমিক কাউন্সিল” অর্থ ধারা ২২ এর অধীন গঠিত একাডেমিক কাউন্সিল;

(গ) “কমিশন” অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (P. O. No. 10 of 1973) দ্বারা গঠিত University Grants Commission of Bangladesh;

(ঘ) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন কোন কর্তৃপক্ষ;

(ঙ) “কোষাধ্যক্ষ” অর্থ ধারা ১৫ এর অধীন নিযুক্ত কোষাধ্যক্ষ;

(চ) “চ্যান্সেলর” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর;

(ছ) “ছাত্র” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য ছাত্র হিসাবে ভর্তিকৃত যে কোন পুরুষ বা নারী;

(জ) “দূরশিক্ষণ পদ্ধতি” অর্থ বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম, যথা, করেস্পন্ডেন্স, রেডিও, টেলিভিশন, সেমিনার বা কন্টাক্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে অথবা ঐ সকলের

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯১
দুই বা ততোধিক পদ্ধতির সমন্বয়ে শিক্ষাদান;

(ঝ) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঞ) “প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর” অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন নিয়োগকৃত কোন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(ট) “বিশ্ববিদ্যালয়” অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঠ) “বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন” অর্থ ধারা ৩৪ এর অধীন প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন;

(ড) “বোর্ড” অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত বোর্ড অব গভর্নর্স;

(ঢ) “ভাইস-চ্যান্সেলর” অর্থ ধারা ১২ এর অধীন নিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর;

(ণ) “শিক্ষক” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃত অন্য কোন ব্যক্তি;

(ত) “স্কুল” অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন কোন স্কুল;

(থ) “স্টাডি সেন্টার” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রদিগকে তাহাদের শিক্ষার ব্যাপারে কোন সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত বা স্বীকৃত কোন সেন্টার এবং এতদুদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত কোন সহযোগী সেন্টারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(দ) “সংবিধি” অর্থ ধারা ৩২ এর অধীন প্রণীত সংবিধি।

বিশ্ববিদ্যালয়

৩। (১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর, প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর ও প্রথম উপ-ভাইস-চ্যান্সেলরগণ এবং বোর্ড এর প্রথম সদস্যগণ, একাডেমিক কাউন্সিলের প্রথম সদস্যগণ এবং একাডেমিক প্লানিং কমিটির প্রথম সদস্যগণ এবং ইহার পর যে সকল ব্যক্তি অনুরূপ কর্মকর্তা বা সদস্য হইবেন, তাঁহারা যতদিন পর্যন্ত অনুরূপ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন বা অনুরূপ সদস্য থাকিবেন ততদিন, তাঁহাদের লইয়া বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা গঠিত হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ধারাবাহিকতা এবং একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২
 অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং উক্ত
 নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা দায়ের করা যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দপ্তর

৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দপ্তর গাজীপুরে অবস্থিত থাকিবে; তবে বিশ্ববিদ্যালয়,
 উহার বিবেচনায় উপযুক্ত, বাংলাদেশের অন্য যে কোন স্থানে আঞ্চলিক কেন্দ্র
 সমূহ ও স্টাডি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য

৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইবে যে কোন ধরণের যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের
 মাধ্যমে বহুমুখী পন্থায় সর্বস্তরের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ, শিক্ষার
 মান উন্নয়ন এবং শিক্ষাকে গণমুখীকরণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট শিক্ষার
 সুযোগ পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং সাধারণভাবে জনগণের শিক্ষার মান উন্নীত করিয়া
 দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা

৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতাসমূহ থাকিবে, যথা:-

(ক) জাতীয় উন্নয়নের তাগিদে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত
 জ্ঞানের ক্ষেত্রসমূহে প্রযুক্তি, বৃত্তি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা এবং
 গবেষণার ব্যবস্থাকরণ;

(খ) ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রদানের অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে
 পাঠ্যক্রমসমূহের পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রণয়ন;

(গ) পরীক্ষা গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও রেগুলেশন অনুযায়ী কোন
 পাঠ্যক্রম অনুসরণকারী বা গবেষণাকার্য সম্পাদনকারী কোন ব্যক্তিকে ডিগ্রী,
 ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে অন্য কোন বিশেষ সম্মান বা স্বীকৃতি
 প্রদান;

(ঘ) সংবিধিতে ব্যবস্থিত পদ্ধতিতে কোন সম্মানসূচক ডিগ্রী বা বিশেষ সম্মান
 প্রদান;

(ঙ) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পাঠ প্রদান বা শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতকরণ অথবা
 অন্যান্য শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা, তত্বে সহ শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা, প্রণয়ন ও
 বিতরণ এবং ছাত্রদের কাজের মূল্যায়ন করিবার জন্য অধ্যাপক, সহযোগী
 অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক ও অন্যান্য শিক্ষকের পদ সৃষ্টিকরণ এবং
 ঐ সকল পদে প্রয়োজনীয় নিয়োগ দান;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত এমন কোন উদ্দেশ্যে
 অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান, পেশাধারী সংগঠন এবং সংস্থাকে সহযোগিতা
 প্রদান এবং উহাদের সহযোগিতা চাওয়া;

- বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২
- (ছ) মেধার স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করে সেরূপ ফেলোশীপ, স্কলারশীপ, প্রাইজ এবং অন্যান্য পুরস্কার প্রবর্তন;
- (জ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সময় সময় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;
- (ঝ) মুদ্রিত উপকরণ, ফিল্ম, ক্যাসেট, টেপ, ভিডিও ক্যাসেট এবং সফটওয়্যারসহ সকল প্রকার উপকরণ প্রস্তুতকরণ;
- (ঞ) শিক্ষা পাঠ্যক্রম সংগঠন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে, শিক্ষক, পাঠ্যসূচী তদারককারী, পাঠলেখক ও মূল্যায়নকারী এবং একাডেমিক স্টাফ এর জন্য রিফ্রেশার কোর্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং অন্যান্য কর্মসূচীর আয়োজন;
- (ট) অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান বা উচ্চ শিক্ষার যে কোন পাদপীঠের পরীক্ষাসমূহ ও পাঠদানকালসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ ও পাঠদানকালের সহিত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সমতুল্য কিনা তাহা বিবেচনা করা এবং যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রদান করা; এবং যথাযথ বিবেচনা করিলে যে কোন সময় উক্ত স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা;
- (ঠ) শিক্ষা বিষয়ক প্রযুক্তি এবং তত্‌সম্পর্কিত বিষয়াদির গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা;
- (ড) প্রশাসনিক, সহায়ক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করিয়া ঐ সকল পদে নিয়োগ প্রদান করা;
- (ঢ) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে কল্যাণমূলক দান, চাঁদা এবং উপহার গ্রহণ করা এবং ট্রাস্টের ও সরকারী সম্পত্তিসহ যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করা, অধিকারে রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং উহাদের বিলি-ব্যবস্থা করা;
- (ণ) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে, সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ বন্ধক রাখিয়া বা অন্য যে কোন প্রকারে ঋণ গ্রহণ করা;
- (ত) কোন চুক্তিবদ্ধ হওয়া, চুক্তির বাস্তবায়ন করা, চুক্তির শর্ত পরিবর্তন অথবা চুক্তি বাতিল করা;
- (থ) রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত ফিস ও অন্যান্য খরচ দাবী ও আদায় করা;
- (দ) ছাত্র এবং সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা ও বজায় রাখা এবং তাহাদের আচরণবিধি প্রণয়ন ও কার্যকর করা;
- (ধ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত উদ্দেশ্যে যে কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পাদপীঠকে স্বীকৃতি প্রদান করা এবং যে কোন সময় উহা প্রত্যাহার করা;

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২
(ন) বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যসমূহ সফল করার ক্ষেত্রে অবদান রাখিতে পারেন এমন কোন ভ্রাম্যমান অধ্যাপক, অবৈতনিক অধ্যাপক, এমেরিটাস অধ্যাপক, পরামর্শক, গবেষণা সহচর, স্কলার, শিল্পী, পাঠলেখক বা অন্য কোন ব্যক্তিকে চুক্তিতে বা প্রকারান্তরে নিয়োগ করা;

(প) রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত শর্তে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় কর্মরত কোন ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে স্বীকৃতি প্রদান করা;

(ফ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে ছাত্র ভর্তির উদ্দেশ্যে পরীক্ষা, মূল্যায়ন এবং অন্য যে কোন পরীক্ষা-পদ্ধতিসহ মান নির্ধারণ এবং তত্‌সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী আরোপ করা;

(ব) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বা যে কোন উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক সকল বা যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক যে কোন কার্য করা।

এখতিয়ার

৭। বিশ্ববিদ্যালয় এই আইন দ্বারা বা ইহার অধীন অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

জাতি-ধর্ম- নির্বিশেষে সকলের

৮। (১) যে কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত থাকিবে।

জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত

(২) উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই নারী বা সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর কোন ব্যক্তির নিয়োগ বা ভর্তির ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিবৃত্ত করে বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী

৯। (১) শিক্ষাদানের বিভিন্ন কার্যক্রম সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং কেরেস্পন্ডেন্স প্যাকেজ, ফিল্ম, ক্যাসেট, টেলিভিশন অনুষ্ঠান, বেতার অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, টিউটরিয়েল, আলোচনা, সেমিনার, পরিদর্শন, প্রদর্শন এবং ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কশপ ও কৃষি জমিতে ব্যবহারিক শিক্ষাসহ বাস্তব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অন্যান্য মাধ্যমে শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ উক্ত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) অনুরূপ শিক্ষাদান কার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিগণ সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবেন।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীসমূহ যথাক্রমে রেগুলেশন ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।